দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 02 OCT 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

26

৬

বিশ্ববিদ্যালয় পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

সন্ত্রাসের হাতে আমাদের ভবিষ্যৎকে জিম্মি হইতে দিতে পারি না

ইত্তেফাক রিপোর্ট ।। গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শিক্ষা ও গণতন্ত্রের স্বার্থে সন্ত্রাস নির্মূলের আহবান জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সন্ত্রাসের হাতে আমাদের ভবিষ্যৎকে জিম্মি হইতে দিতে পারি না। দেশের আগাম দিনের নেতৃত্ব বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ই হইবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আদর্শ। গণতন্ত্রের বড় কথা সহনশীলতা ও পরমত সহিষ্ণুতা। মত ও আদর্শের ভিন্নতা থাকিবে। কিন্তু বৈরিতা, সন্ত্রাস, সংঘাত থাকিবে না। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সরকারী অনুদানের সহিত বিত্তশালীদেরকেও সংযুক্ত হওয়ার আহবান জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষণা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য শিক্ষকদের মধ্যে পদক বিতরণের এই আনন্দমুখর অনুষ্ঠানে ভিসি প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা, প্রো-ভিসি প্রফেসর ওয়াকিল আহমেদ বক্তৃতা করেন। আইনমন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজ, শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী প্রফেসর মোশারফ হোসেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরী, পূর্তমন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিঞা, তথ্যমন্ত্রী ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী জাহানারা (৭ম পৃঃ দ্রঃ)

প্রধানমন্ত্রী

(প্রথম পৃঃ পর)

বেগম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর শামসুল হক, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর এম, এ বারী, জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম, বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ডঃ হারুনুর রশিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভিসি ডঃ এমাজউদ্দিন আহমেদ, ডাকসুর ভিপি আমান উল্লাহ আমান এমপি জিএস, খায়রুল কবীর খোকন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ, বিভিন্ন ফাউণ্ডেশনের পক্ষে পদক, দাতাগণসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের গণ-মান্য ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি অনুষদের ডীন বৃন্দ স্ব স্ব অনুষদের পদকপ্রাপ্ত শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নাম ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ভারপ্রাপ্ত) রেজিষ্ট্রার খোন্দকার শামসুল হক।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় একটি দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাদপীঠ। শিক্ষাদান ও গবেষণা ইহারমৌলিক দায়িত্ব। একটি শিক্ষিত গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অনস্বীকার্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রহিয়াছে সাত দশকের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য। জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নীতি ছিল কিংবদন্তীর মত। জ্ঞানী-গুণীজনের চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন ছাত্রসমাজ পালন করিয়াছিল ঐতিহাসিক ভূমিকা। ৫২'র ভাষা আন্দোলন, '৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৯'এর গণ-অভ্যুত্থান একাত্তরের সুমহান স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে আমরা ছাত্রদের পাইয়াছি অগ্রভাগে। সত্যিকার অর্থেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল জাতির জাগ্রত বিবেক। ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই গৌরব এই সুনাম কি আমরা অক্ষুন্ন রাখিতে পারিয়াছি? জাতি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জীবনে এমন এক একটি সময় আসে যখন প্রয়োজন হয় আত্মবিশ্লেষণের। প্রয়োজন হয় নিজের দিকে ফিরিয়া তাকানোর। আমাদেরও এই সময় আসিয়াছে।

গতকাল ক্যাম্পাসে প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে নজীর বিহীন প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়। শাহবাগ নীলক্ষেত শহীদমিনার ও হাইকোর্ট মোড়সহ বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ বি,ডি,আর টহল দেয়। সোয়া ১২টায় প্রধান, মন্ত্রীর গাড়ীর বহর শাহবাগ মোড় হইয়া ক্যাম্পাসে প্রবেশ করিলে রাস্তার পাশে দণ্ডায়মান ছাত্র-ছাত্রীরা হাত নাড়িয়া প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। সকাল ১১টায় গাউন পরিয়া শোভা যাত্রা সহকারে প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানস্থলে পৌছিলে অতিথিবৃন্দ হাত তালি দিয়া তাহাকে স্বাগত জানান। শোভা যাত্রায় ভি সি, প্রোভিসি, ৬টি অনুষদের ডীন বৃন্দ অংশ নেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে ভিসি প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়া স্বাগত ভাষণ দেন। উহার পর শুরু হয় পদক প্রদানের পালা। প্রায় এক ঘন্টা ধরিয়া পদক বিতরণ শেষে প্রধানমন্ত্রী অতিথিদের উদ্দেশে ভাষণ দেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটি জাতির বড় পরিচয় তাহার শিক্ষার মান। সর্বত্র তাই গুণগত শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় হইল গুণগত শিক্ষার উৎস। এই প্রেক্ষাপটে আমরা বিচার করিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে। গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রেই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অপরিহার্য। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই জবাবদিহিতার কথা আমাদের এখন ভাবিয়া দেখিতে হইবে। দেশের পরিবর্তিত গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি ও জনগণের প্রত্যাশার আলোকেই ইহা প্রয়োজন।

শিক্ষকদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলিতে চাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বা শিক্ষকমণ্ডলীর একাডেমিক স্বাধীনতায় আমরা কখনই হস্তক্ষেপ করি নাই, করিতে চাই না, হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছাও নাই। আমরা চাই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি দায়িত্ব পালন করুক। সেশন জট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, একটা দেশকে, একটি জাতিকে ধ্বংস করিতে হইলে প্রথমে তাহার শিক্ষা ব্যবস্থায় আঘাত হানিতে হয়। আমাদের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস আর সেশন জট তাহার বড় প্রমাণ। ইহার ফলে অপচয় ও পাচার হই-

(৮ম কঃ দ্রঃ)

(৪র্থ কঃ পর)

তেছে মেধা। সৃষ্টি হইতেছে অসহনীয় বেকারত্ব। এই লক্ষ্যেই স্বৈরশাসন সুপরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস ও সেশন জট লালন করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রায় দুই দশক ধরিয়া সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হইতেছে না। সমাবর্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। শিক্ষার্থীরা তাহাদের জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা হইতে বঞ্চিত হউক তাহা কাহারও কাম্য হইতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন দাবী দাওয়ার প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইতিমধ্যেই কিছু কিছু সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য সমস্যা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধান করা হইবে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একবিংশ শতকের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সজ্জিত কাঙ্ক্ষিত সমাজ নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

আনন্দমুখর অনুষ্ঠান

পদক প্রদানের অনুষ্ঠানটি ছিল আকর্ষণীয়। যথারীতি সকাল ১১টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। টি, এস, সি, মিলনায়তনের ভিতরে ডানদিকের সারিতে বসিয়াছিলেন পদকপ্রাপ্ত শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা। মাঝখানে আমন্ত্রিত অতিথি, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ এবং বামদিকের সারিতে বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকবৃন্দ ও ডাকসুর নেতৃবৃন্দকে বসিতে দেওয়া হয়। মিলনায়তনের বাহিরে প্যাণ্ডেলের নীচে প্রায় ৩ শত বাড়তি আসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্যাণ্ডেলের সামনে টেলিভিশনের মাধ্যমে বিশেষ ব্যবস্থায় ভিতরের অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ করিয়া দেওয়া হয়। একঘন্টা ১০ মিনিট অনুষ্ঠান চলাকালে মিলনায়তন ছিল আনন্দমুখর। পদক বিতরণের শুরুতে ইংরাজী বিভাগের শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রধানমন্ত্রীর নিকট পদক নেওয়ার জন্য মঞ্চে উপস্থিত হইলে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ করতালি দিয়া স্বাগত জানান। মেধাবী পুত্র মঞ্জুর-ই-খোদা ও পুত্রবধূ ইলোরা আমিনের পক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর এ, এফ এম খোদাদাদ খান প্রধানমন্ত্রীর নিকট ৩টি পদক নেওয়ার জন্য ৩ বার মঞ্চে উঠেন। এই সময় অতিথিবৃন্দ করতালি দেয়।